সাম্প্রতিক ডাচ ইলেকশন

বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া, হল্যান্ড থেকে ॥ হল্যান্ডসহ গোটা ইউরোপে যখন এক ধরনের অলিখিত 'বিদেশী খেদাও' অভিযান অব্যাহত তখন জার্মান সরকার গত সপ্তাহে গৃহীত এক সিদ্ধান্তের ফলে সে দেশে বসবাসরত অবৈধ নাগরিকদের বৈধ হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। শতাধিক বাংলাদেশীসহ জার্মানিতে অবৈধভাবে বসবাসরত লক্ষাধিক বিদেশী নাগরিকের জন্য যে এটি অত্যন্ত সুখবর তা বলাবাহুল্য। জার্মানিতে বসবাসের জন্য আবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এমন ২০ হাজার অবৈধ অভিবাসী এই সিদ্ধান্তের ফলে নতুন করে আবেদন করতে পারবে বলে স্থানীয় ডাচদৈনিকে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায়। তবে এই ঘোষণার ফলে যাতে জার্মানিসহ পার্শ্ববর্তী ইউরোপীয় দেশগুলোতে বসবাসরত অবৈধ অভিবাসীর স্রোত না বয়ে আসে সে লক্ষ্যে কয়েকটি শর্ত জুড়ে দিয়েছে জার্মান সরকার। শর্তগুলো হলো কেবলমাত্র তারাই এই আবেদনের যোগ্য হবে, যাদের বর্তমানে কাজ রয়েছে এবং কমপক্ষে ছয় বছর ধরে সে দেশে বসবাস করছে। শুধু তাই নয়, শর্তের মধ্যে আরও রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কোন পুলিশী খারাপ রিপোর্ট থাকতে পারবে না এবং জার্মান ভাষা জানতে হবে। সন্ত্রাসী সন্দেহ তালিকাভুক্ত হলে এই সুযোগের আওতায় আসতে পারবে না বলে রিপোর্টে প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি এও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যাদের কাজ নেই কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে কাজের সন্ধানে রয়েছে এবং ২০০৭ সালের নবেম্বর মাসের মধ্যে কাজ পেয়েছে বা পাবে এই মর্মে প্রমাণ দেখাতে পারবে তারা সে দেশে বসবাসের অনুমতি চেয়ে আবেদন করতে পারবে। কাজ দেখাতে যদি সক্ষম হয় তাহলে জার্মানিতে বসবাসের অনুমাতর জন্য সব মিলিয়ে ৪০ হাজার অবৈধ অভিবাসী আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে বলে জানা যায়। যাদের আবেদন গ্রহণ করা হবে তারা প্রাথমিক পর্যায়ে দুই বছর বসবাসের অনুমতি পাবে। দুই কিংবা তিন বছর পর তারা সে দেশে স্থায়ীভাবে ও অনির্দিষ্টকালের জন্য বসবাসের আবেদন করতে পারবে। যে সমস্ত ব্যক্তি অবিবাহিত অথচ ইতোমধ্যে তাদের আবেদন নাকচ করা হয়েছে তারা আট বছর পর নতুনভাবে আবেদন করতে পারবে বলে উক্ত প্রতিবেদনে জানানো হয়। গত সপ্তাহে জার্মান সরকার ১ লাখ ৮০ হাজার থেকে দুই লাখ অবৈধ অভিবাসীকে বৈধ করার ব্যাপারে এই চুক্তিতে উপনীত হলেও বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য (স্টেট) কর্তৃপক্ষকে তাতে সম্মতি দিতে হবে। কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট প্রভাবিত 'বেইয়ারেন' ও নেদারসাকসেন নাক দু'টি অঙ্গরাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঔদার্যের এ ব্যাপারে কিছু শুনতে রাজি নয় বলে ইতোমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে। জার্মানির মতো হল্যান্ডে অবৈধ অভিবাসী একটি বিরাজমান সমস্যা। অবৈধ অভিবাসীদের ব্যাপারে জার্মান সরকারের এই নমনীয় মনোভাবের উদাহরণ অনুসরণ করার জন্য ডাচ সরকারের প্রতি ইতোমধ্যে আবেদন জানিয়েছেন ক্ষমতাসীন সরকারী দল, ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট এলায়েন্সের (সিডিএ) কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা। এঁদের মধ্যে রয়েছেন তেরপস্ট্রা, ডি ফ্রিজ ও লীয়ারস। কিন্তু সিডিএ নেতা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলকে নাইনদের এই ধরনের কোন চিন্তাভাবনা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না। অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল লেবার পার্টি নেতা বাওতার বস সাম্প্রতিক নির্বাচনী প্রচারণায় ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তাঁর দল যদি নির্বাচনে জিতে তাহলে তিনি হল্যান্ডে অবৈধভাবে বসবাসরত বিদেশীদের 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণার মাধ্যমে এদেশে বসবাসের অনুমতি দেবেন। তাঁর এই ঘোষণায় হাজার হাজার অবৈধ অভিবাসী আশার আলো দেখেছিল। কেননা নির্বাচনে লেবার পার্টির জয়ের সমূহ সম্ভাবনা ছিল যদিও বা শেষ পর্যন্ত দৌড়ে টিকে থাকতে পারেনি। ফলে লেবার দলের ক্ষমতায় যাবার আশা যেমন ভেস্তে গেল তেমনি আশাহত হলো শতাধিক বাংলাদেশীসহ হাজার হাজার অবৈধ অভিবাসী।

দৈনিক জনকণ্ঠ / বিদেশের খবর
২৭।১১।০৬